ঈদুল ফিতরের হাদিয়া

ঈদুল ফিতরের হাদিয়া

AL HIKMAH MEDIA

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আলহামদুলিল্লাহ!

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মুসলিমদেরকে আনন্দ, খুশি ও উচ্ছ্বাস ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য ঈদ দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেনঃ

"হে আবু বকর! প্রতিটি জাতির ঈদ (আনন্দের দিন) রয়েছে। এটি হলো আমাদের ঈদ"। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

যেহেতু এটি ঈদের দিন, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"হে লোকসকল! নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই ঈদে সিয়াম পালন করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। তন্মধ্যে একদিন তোমরা তোমাদের সিয়াম ভেঙে আহার করবে। আর অপর দিন তোমরা তোমাদের কুরবানির পশু থেকে আহার করবে।" (সহীহুল বুখারী)

ঈদের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের মুসলিমরা 'এক দেহ, এক উম্মাহ'রূপে বিশ্বের আয়নায় প্রতিফলিত হয়। এমনটাই ইরশাদ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নোমান ইবনে বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত এক দেহের ন্যায়। এর একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়"। (সহীহ মুসলিম)

সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির সবচেয়ে চমকপ্রদ দৃশ্যটি ঈদুল ফিতরে দেখা যায়। এদিন মুসলিমরা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানায় এবং ঈদের সুন্নত সমূহ পালনের

মাধ্যমে আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে সম্মান জানাবার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। তারা নিজেদের আনন্দ ও সৌভাগ্যের অভিব্যক্তি হিসেবে সুন্দর পোশাক পরিধান করে। আরও একটি কারণে ঈদুল ফিতরের আনন্দ খুবই অনন্য। মুসলিমরা এই ঈদের প্রহর গুনে গুনে একসময় এই ঈদকে স্বাগত জানায়। ইসলামের পাঁচটি রোকনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন ‘সিয়াম’। রমজান মাসে সিয়াম সাধনার পর মুসলিমরা ঈদের আনন্দ উপভোগ করে।

ঈদের সুন্নতসমূহঃ

** ফজরের নামাজের পর গোসল করা। নাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু’র হাদিস রয়েছে — আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ঈদগাহে যাওয়ার আগেই ঈদুল ফিতরের দিন গোসল করতেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

** উত্তম সাজসজ্জা ও সুগন্ধি গ্রহণ করা। জাফর ইবনে মুহাম্মদ তার পিতার মাধ্যমে তার দাদার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন—

“নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ঈদে হিবারা (ইয়েমেনে তৈরি চাদর) পরিধান করতেন।" (সুনানে কুবরা - ইমাম বাইহাকী রচিত)

** পায়ে হেঁটে ঈদের নামাজের জন্য যাওয়া। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র উক্তি রয়েছে— “ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া সুন্নাহ্”। (সুনানে তিরমিজি)

** সালাতের সময় হওয়া পর্যন্ত ইমাম বিলম্ব করা। অর্থাৎ ইমামের জন্য ঈদগাহের উদ্দেশ্যে ঐ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে বের হওয়া মুস্তাহাব, যেন ঈদগাহে পৌঁছেই মুসল্লিদেরকে নিয়ে নামায পড়তে পারেন। এর স্বপক্ষে দলিল হলো – “নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঈদের দিন বের হতেন, তখন সর্বপ্রথম যে আমল করতেন তা হল সালাত”। (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

** যে পথ দিয়ে গমন করেছে তা ভিন্ন অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসা। কারণ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু’র হাদিস রয়েছে—

“যখন ঈদের দিন হতো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিন্ন ভিন্ন পথে চলাচল করতেন।" (ইমাম বুখারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

** ঈদুল ফিতরের দিন সকালে বের হবার আগে আহার করা। দলিল - আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র হাদিস -

"নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কোন কিছু খেতেন না, যতক্ষণ না কয়েকটি খেজুর খেতেন।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে— "যতক্ষণ না তিনি বেজোড় সংখ্যায় খেজুর না খেতেন"। (ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন)

** ঈদগাহে গমনকালে উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা এবং সালাত আরম্ভ করার আগ পর্যন্ত পাঠ করতে থাকা। আল্লাহ তায়ালার বাণী—

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله

"অর্থ: এবং তারা যেন ইদ্দত পূর্ণ করে এবং আল্লাহর তাকবীর পাঠ করে"। (সুরা আল বাকারা: ১৮৫)

** ঈদগাহে ঈদের সালাত আদায় করা। আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র হাদিস— "নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যেতেন"। (ইমাম বুখারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

** নারী-শিশু ও বাচ্চাদেরকে সঙ্গে করে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়া— ঋতুবর্তী নারী, দাসী ও স্বাধীন রমণী নির্বিশেষে। উম্মে আতিয়্যার হাদিস রয়েছে—

"আমাদেরকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় নারীদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে দাসী হোক, ঋতুবর্তী হোক কিংবা স্বাধীন নারী হোক। তবে ঋতুবর্তীরা সালাত থেকে দূরে থাকবে"।

অপর এক বর্ণনায় ঈদগাহ শব্দ রয়েছে। যাইহোক তাদের উপস্থিতির কারণ হলো কল্যাণ ও মুসলিমদের দোয়াতে শামিল হওয়া। (ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

** ঈদের শুভেচ্ছা জানানো। জুবায়ের ইবনে নুসাইরের হাদিস—

"ঈদের দিন যখন সাহাবায়ে কেরামের পরস্পরে সাক্ষাৎ হতো তখন তারা একে অপরকে বলতেন— 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা'।

কালের ঘূর্ণিপাকে এবং সময়ের পথচলায় প্রতিবছর যখনই মুসলিমদের মাঝে ঈদ-উল-ফিতর এসে উপস্থিত হয় তখনই মুসলিম উম্মাহর মাঝে দুই অবস্থার যেকোন

এক অবস্থা বিরাজ করে - দুর্বলতা ও নতিস্বীকার কিংবা বিজয় ও অগ্রযাত্রা। এভাবেই কালের আবর্তনে আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন অবস্থার ভেতর দিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু যুগ-যুগান্তরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই নিয়ম স্বতঃসিদ্ধ - ইসলাম ছাড়া মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদার আর কোন চাবিকাঠি নেই। আল্লাহর শরীয়ত আঁকড়ে ধরা এবং তা বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে মুসলিমদের শক্তিমত্তা, শান-শওকত ও কর্তৃত্ব লাভের আর কোন পথ নেই। আল্লাহর দ্বীনের পথে জানমাল কোরবান করা এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার পথ ছাড়া নেতৃত্ব অর্জনের কোন সম্ভাবনা নেই। যে ব্যক্তি ইসলাম বাদ দিয়ে সম্মান খোঁজ করবে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন এবং সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট তার ওপর চাপিয়ে দেবেন। মানুষেরা তখন তাকে দাসের মতো খাটাবে এবং অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করাবে।

নববী সুসংবাদ আজও আকাশে উজ্জ্বল তারার মতো জ্বলজ্বল করছে। দিগন্তে যেন ধ্বনিত হচ্ছে এই বাণী ও উক্তি – ‘শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য; উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এই দ্বীনের জন্য’।

তাই মুসলিমদের ওপর দিয়ে যত ঝড় ঝাপটা বয়ে যাক, যতরকম ফেতনা তাদেরকে আঘাত করুক, নিঃসন্দেহে অটলতা অবিচলতা সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দিবে এবং সকল অনিষ্টতা মিটিয়ে দেবে। অতিসত্বর কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতিফলন ঘটতে দেখা যাবে—

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين

“অর্থঃ আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।”। (সুরা আল-ইমরান ৩:১৩৯)

যারা ইমানদার তারাই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও উচ্চাসন লাভ করবে।

মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ততক্ষণ পর্যন্ত দেখতে পাবে না, যতক্ষণ না উম্মাহর সন্তানেরা সত্যের পথে অটল অবিচল থাকবে। যতক্ষণ তারা সত্যের ব্যাপারে আপোষহীন, দ্বিধাহীন না হবে – ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতা আসবে না।

আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন নিন্দুকেরা নিন্দা, তিরস্কারকারীর তিরস্কার - গায়ে মাখা যাবে না। ঈমানের পরিচয় তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবে। দুনিয়া ও আখিরাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অভিন্নতার সূত্রে তারা একত্রিত থাকবে। হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন—

"মুমিনরা পরস্পরে এক ভবনের মত, তার একাংশ অন্য অংশকে মজবুত করে"। (সহীহ মুসলিম)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন:

"এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়নার মত। এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। একে অপরের সম্পত্তি রক্ষা করবে এবং তার অবর্তমানে সবদিক থেকে তাকে নিরাপত্তা দেবে"। (সুনানে আবু দাউদ)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার। তিনি আমাদের ইমান ও ইসলামের মত মহান নেয়ামত দান করেছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সিয়াম ও ঈদুল ফিতরের নেয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন।

হে আল্লাহ, আপনি এই ঈদকে সারা বিশ্বের সর্বত্র মুসলিমদের জন্য উত্থান ও বিজয়ের ঈদ হিসেবে কবুল করুন! হে আল্লাহ, আপনি মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করুন! দৃঢ়তা ও ঈমানের পথে তাদেরকে অটল-অবিচল রাখুন!!

হে আল্লাহ, আপনি আপনার পথে তাদের নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যভেদ করার তাওফিক দান করুন! আপনি আপনার সন্তুষ্টি ও তাওফিক দ্বারা তাদের চক্ষু শীতল করে দিন!!

কবিতা

ليهنئك شهر الصوم لا زلت مدركا

بامثاله تأتي عليه وتذهب

সিয়ামের মাস তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে! এমন কত মাস তুমি পাচ্ছো, সিয়ামের এমন কত মাস তোমার জীবনে এলো আর গেলো!

فصلات كفيه رحمة ومثوبة

وصومك رضوان به وتقرب

এই মাসের পুরোটা জুড়ে রয়েছে রহমত আর পুণ্য। এ মাসে তোমার সিয়াম সাধনা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের কারণ।

لأوليته في الله أحسن صحبة

ولا زلت تدعي محسنا تصحب

এ মাসকে তুমি আল্লাহর উত্তম সান্নিধ্য লাভের উপায় মনে করো এবং আল্লাহর সান্নিধ্যকে তুমি তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ মনে করো।

وصمت به عن كل إثم ومحرم

صيام الوراء أن ياكلوه ويشربوا

এ মাসে তুমি সকল পাপাচার ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকো, এদিকে গাফেলরা পানাহারে কাটিয়ে দেয় এই মোবারক মাস!

إلى أن لاقيت العيد بالجد فى التقى

وغيرك بالأيام يلهو ويلعب

সারা মাস রোজা রেখে সিয়াম সাধনা করে তুমি তাকওয়ার শক্তি অর্জন করে ঈদকে স্বাগত জানাও, আর এই দিনগুলো কিছু মানুষ হেসেখেলে অনর্থকভাবে কাটিয়ে দেয়!

****